সাবেক চেয়ারম্যানসহ আওয়ামী লীগের চার নেতার আদালতে আত্মসমর্পণ

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর হোসাইন , আওয়ামী সেচ্ছাসেবক লীগের জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ও জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি রানা হামিদসহ আওয়ামী লীগের নেতারা আদালতে আত্মসমর্পণ করেছেন।

আজ সোমবার সকাল সাড়ে ১১টায় ঝিনাইদহ সদর, হরিণাকুণ্ডু ও কালীগঞ্জ আমলী আদালতে তাঁরা স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করেন। আদালত তাদের জেল হাজতে প্রেরনের আদেশ দেন।

তাদের বিরুদ্ধে ৪ আগষ্ট ২০২৪ সালে বিএনপি কার্যালয়, জেলা বিএনপি’র সভাপতির বাড়ি পোড়ান, বিএনপি নেতার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, বাড়ি ভাংচুর অগ্নিসংযোগ ও জামায়াত নেতা হত্যাসহ একাধিক মামলা রয়েছে।

আত্মসমর্পণকারী নেতারা হলেন, হরিণাকুণ্ডু উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান , জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক উপ-দপ্তর সম্পাদক ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর হোসাইন, ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক ও জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ও সম্পাদক রানা হামিদ, রঘুনাথপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আওয়ামী লীগ নেতা রাকিবুল হাসান রাসেল ও কালীগঞ্জ উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতা রাসেদ সমশের।

ঝিনাইদহে ইসলামী ব্যাংকের

চাকুরী প্রত্যাশী ও গ্রাহকদের মানববন্ধন

ইসলামী ব্যাংকসহ ব্যাংকিং সেক্টরে অবৈধ নিয়োগ বাতিল করে মেধাভিত্তিক নিয়োগের দাবীতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

গতকাল সোমবার সকালে ইসলামী ব্যাংক ঝিনাইদহ শাখার সামনে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে গ্রাহক ও চাকুরী প্রত্যাশীরা। সেসময় ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে ওই শাখার গ্রাহকসহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেয়। ঘন্টাব্যাপী চলা এই কর্মসূচীতে গ্রাহক আল মাহমুদ, হাদি মহাম্মদ, জিয়াউল ইসলাম খান, কাজী রফিকুল ইসলাম, আব্দুল্লাহ আল মামুন, আব্দুল কুদ্দুস, আব্দুস সবুরসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা অভিযোগ করেন, ২০১৭ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত এস আলম কর্তৃক অবৈধভাবে হাজার হাজার কর্মী ইসলামী ব্যাংকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। একই সাথে ব্যাংকের বিপুল পরিমাণ অর্থ বিদেশে পাচার করা হয়েছে। তাই দ্রুত অবৈধ ভাবে নিয়োগ দেওয়া কর্মীদের ছাটাই করে মেধাভিত্তিক নিয়োগ দেওয়ার দাবী জানান বক্তারা।

কোটচাঁদপুরে বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালিত

শিক্ষকতা পেশাঃ মিলিত প্রচেষ্টার দীপ্তি এই স্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে কোটচাঁদপুরে বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে গতকাল রবিবার র্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস।

জানা যায়, সারা দেশের ন্যায় কোটচাঁদপুরেও বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালিত হয়েছে। দিবসটি পালনে সকালে উপজেলা চত্বর থেকে র্যালি বের করা হয়। এরপর র্যালিটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে উপজেলায় এসে শেষ

হয়। পরে অনুষ্ঠিত হয় শিক্ষক দিবসের উপর আলোচনা সভা।

সভায় সভাপতিত্ব করেন, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার অশোক কুমার। আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন, খন্দকার মোশারফ হোসেন কলেজের প্রভাষক রফিকুল আলম, কোটাচঁদপুর পৌর মহিলা কলেজে ভার প্রাপ্ত অধ্যক্ষ শহিদুজ্জামান তুহিন,প্রাথমিক সহকারী শিক্ষা অফিসার মিঠুন কুমার দাস, বলাবারিয়া মাদ্রাসা সুপার জহুরুল ইসলাম, বড়বাহনদা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাবুল জোদ্দার, খালিশপুর মাদ্রাসার শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ।

উপজেলা মাধ্যমিক একাডেমী সুপারভাইজার ফারুক হোসেনের সঞ্চালনায় বক্তারা বলেন, শিক্ষকদের হাতেই গড়ে ওঠে জাতির ভবিষ্যৎ। তাই তাদের মর্যাদা রক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নে সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। প্রযুক্তিনির্ভর যুগে শিক্ষকদের দায়িত্ব আরও বেড়েছে। শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও মানবিকতায় গড়ে তোলাই এখন মূল লক্ষ্য। তাই শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, নৈতিকতা ও মানবিকতায় গড়ে তুলতে প্রতিটি শিক্ষককে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান শিক্ষকরা।

ঝিনাইদহে বজ্রপাতে দুই কৃষকের মৃত্যু

ঝিনাইদহ সদর ও শৈলকুপায় বজ্রপাতে দুই কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার সকালে সদর উপজেলার আড়মুখি ও শৈলকুপা উপজেলার শেখরা গ্রামের মাঠে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানায়, সকালে সদরের আড়মুখী গ্রামের কৃষক শিমুল বিশ্বাস বাড়ির পাশের মাঠে নিজ জমিতে কাজ করছিলো। সকালে বৃষ্টি শুরু হলে অন্যদের সাথে মাঠ থেকে বাড়ি ফিরছিলো। সেসময় বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই মারা যায় শিমুল বিশ্বাস।

এছাড়া একইদিন সকালে শৈলকুপা উপজেলার শেখরা গ্রামের কৃষক হুরমত শেখ বাড়ির পাশের মাঠ কাজ করছিলো। বৃষ্টি ও বজ্রপাত শুরু হলে তিনিও বাড়ি ফিরছিলেন। হঠাৎ বিকট শব্দে বজ্রপাত হলে গুরুতর আহত হন

তিনি। পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে গেলে সেখানেই তার মৃত্যু হয়।

ঝিনাইদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইমরান জাকারিয়া মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, বৈরী আবহাওয়ার কারণে প্রায় বজ্রপাতে মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে। তাই বৃষ্টি বা বজ্রপাতের সময় যেন কেউ খোলা আকাশের নিচে না থাকেন।

ঝিনাইদহে বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালিত

‘শিক্ষকতা পেশা: মিলিত প্রচেষ্টার দীপ্তি’ এ শ্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালিত হয়েছে।

জেলা প্রশাসন ও জেলা শিক্ষা অফিসের আয়োজনে আজ রোববার সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি র্যালী বের করা হয়। র্যালীটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়। পরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আওয়াল, জেলা শিক্ষা অফিসার লুৎফর রহমান, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হোসনে আরাসহ শিক্ষকরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা বলেন, শিক্ষকদের হাতেই গড়ে ওঠে জাতির ভবিষ্যৎ। তাই তাদের মর্যাদা রক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নে সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। তারা আরও বলেন, প্রযুক্তিনির্ভর যুগে শিক্ষকদের দায়িত্ব আরও বেড়েছে—শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও মানবিকতায় গড়ে তোলাই এখন মূল লক্ষ্য। তাই শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, নৈতিকতা ও মানবিকতায় গড়ে তুলতে প্রতিটি শিক্ষককে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

হরিণাকুণ্ডুতে চাচার বিরুদ্ধে প্রবাসী ভাতিজার অভিযোগ

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে পূর্বশত্রুতার জেরে প্রবাসী ভাতিজার ক্রয়কৃত জমির ১৬ টি মেহেগুনি গাছ, ৫ টি কাঠাল গাছ, ৩টি আম গাছ, ২ টি পেপে গাছসহ অন্যান্য ফসল নষ্ট করে দখল করার অভিযোগ উঠেছে চাচার বিরুদ্ধে।

শনিবার (৪ অক্টোবর) এবিষয়ে থানায় অভিযোগ করেন প্রবাসীর স্ত্রী মোছাঃ বিলকিস খাতুন। বিলকিস খাতুন লিখিত অভিযোগে জানান, আমার স্বামী মোঃ আব্দুল মান্নান, উপজেলার বৈঠাপাড়া, গ্রামের মোঃ মোতালেব হোসেনের ছেলে তিনি দীর্ঘদিন মালয়েশিয়া প্রবাসী।

মেয়ের লেখাপড়ার কারণে আমি বর্তমানে ঝিনাইদহে থাকি। এই সূযোগে গত ৩অক্টোবর সকালে আমার চাচা শ্বশুর মোঃ জালাল উদ্দিন (৬৩), মোঃ আনারুল ইসলাম পিতা-মৃত শমসের মন্ডল, আমার চাচাত দেবর মোঃ চয়ন হোসেন (২০), পিতা-আনারুল ইসলাম ও প্রতিবেশি মোঃ নজির মন্ডল
(৬০) পিতা-অজ্ঞাত, এবং অজ্ঞাত ৩/৪ জন মিলে হরিণাকুণ্ডু থানাধীন ২৬ নং বৈঠাপাড়া মৌজায় সাবেক ৩১৫/হাল ৩২৩ দাগের ৬০ শতকের মধ্যে ১০ শতক সাবেক ৩১৪ দাগের ২ শতক সর্বমোট ১২ শতক ক্রয়কৃত এবং দখলকৃত জমিতে লাগানো ১৬টি মেহগনি গাছ, ৫টি কাঠাল গাছ, ৩টি আম গাছ, ২টি পেপে গাছ এবং শতাধিক কচুগাছ কেটে নিয়ে গেছে এবং আবাদী ফসল নষ্ঠ করে দিয়েছে যার ক্ষতির পরিমান আনুমানিক ১লক্ষ ৫০হাজার। এই কথা জিজ্ঞেস করতে গেলে তারা বাদিকে মেরে ফেলার হুমকী দেয়। ফলে বাদি ৯৯৯ ফোন দিয়ে পুলিশের সহযোগীতায় থানায় গিয়ে অভিযোগ দাখিল করেন।

তিনি লিখিত আরও অভিযোগে আরও জানান বিবাদীগন আমাদের ক্রয় কৃত সম্পত্তি জোর করে দখল করে নিতে চাই। আমি এবং আমার পরিবারের লোকজন বাধা দিতে গেলে বিবাদীগন বিভিন্ন ধরনের খুন জখমের হুমিক প্রদান করে। প্রভাবশালী কিছু ভাড়াটিয়া লোকজ ও বিবাদীরা উক্ত জমি জোর পূর্বক দখল করার পায়তারা করিতেছে। স্থানীয় ভাবে কয়েক বার সালিসি বৈঠাক হয় উক্ত বৈঠকে বিবাদীরা তাদের কোন কাগজ পত্র দেখাতে পারে নাই। আমাদের জমিতে ভোগদখল করিতে গেলে রক্ত ক্ষয়ী সংঘর্ষের আশু সম্ভবনা থাকায় ভয়ে আমরা মুখ খুলতে সাহস পায়না। বিষয়টি সুষ্ঠ তদন্ত করিয়া বিবাদীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা

গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন তিনি।

এবিষয়ে ২নং বিবাদী মোঃ আনারুল ইসলাম কাসেমের কাছে জানতে চাইলে তিনি ওখানে ছিলেন না বলে জানান এবং বলেন আমার বড় ভাই জালাল এবং তার ছেলেরা এই গাছ কেটেছে, ওদের সাথে জমি নিয়ে ঝামেলা আছে শুনেছি।

এবিষয়ে হরিণাকুণ্ডু থানার অফিসার ইনচার্জ শহিদুল ইসলাম হাওলাদার জানান, আমি প্রবাসীর স্ত্রীর লিখিত অভিযোগ পেয়েছি অভিযোগের বিত্তিতে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

কোটচাঁদপুরের বলুহর বাওড় পরিদর্শন করেছেন বাংলাদেশ নদী পরিব্রাজক দল

কোটচাঁদপুরের বলুহর বাওড় পরিদর্শন করেছেন বাংলাদেশ নদী পরিব্রাজক দল স্থানীয় শাখার নেতৃবৃন্দ। আজ শনিবার সকালে দলটি বলুহর হ্যাচারি কমপ্লেক্স ঘাট থেকে চলা শুরু করে শেষ করেন বর্জাপুর পারঘাটায়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ নদী পরিব্রাজক দল কোটচাঁদপুর উপজেলা শাখার সভাপতি সমাজ সেবক কামরুজ্জামান খান রতন, সাধারণ সম্পাদক সাবেক স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মনিরুজ্জামান শান্তি, দপ্তর সম্পাদক রিপন।

নির্বাহী সদস্য হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কোটচাঁদপুর পৌর মহিলা কলেজে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ খোন্দকার শরিফুজ্জামান তুহিন, প্রগতি মডেল কলেজের অধ্যক্ষ শফিকুল ইসলাম, শিক্ষক শরিফুজ্জামান আগা খান, গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ডক্টর নজরুল ইসলাম, প্রভাষক গোলাম মোর্শেদ, শিক্ষক নারায়ন চন্দ্র, ওয়াহিদুজ্জামান মুকুল আমিনুর রহমান, কামরুনাহার কাজল, নুরুন্নাহার খাতুন, রিয়াজ হোসেন, কবি সুমন শিকদার, সাংবাদিক মঈন উদ্দিন খান, সাবেক সরকারি কর্মচারি

আলমগীর হোসেন, ব্যবসায়ি জয়নাল আবেদীন, বাবু ও ছাত্রী অনিমিখা প্রজ্ঞা।

দলটি আজ শনিবার সকালে কোটচাঁদপুর বলুহর হ্যাচারি কমপ্লেক্স ঘাট থেকে চলা শুরু করেন আর শেষ করেন বর্জাপুর পারঘাটায় গিয়ে। এর আগে দলটি স্থানীয় মাছ বাজারের শেখ ও হালদার সম্প্রদায়ের মানুষদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং কপোতাক্ষ নদী পরিদর্শন করেন।

ঝিনাইদহ জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের নিয়ম বহির্ভুত কমিটি বাতিলের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল কর্তৃক নিয়ম বহির্ভূতভাবে ঝিনাইদহ জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড অনুমোদনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বাতিলের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছেন জেলা মুক্তিযোদ্ধা দল। আজ শনিবার দুপুরে ঝিনাইদহ আইনজীবী সমিতির কার্যালয়ে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন, ঝিনাইদহ শহীদ জিয়াউর রহমান ল কলেজের অধ্যক্ষ বীরমুক্তিযোদ্ধা এস এম মশিয়ুর রহমান। এ সময় বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল আলীম, গোলাম মোস্তফা লোটন, মোঃ রেজাউল ইসলাম, মোঃ ইসরাইল হোসেন, সিদ্দিকুর রহমান ও লিয়াকত আলীসহ অনেক মুক্তিযোদ্ধারা উপিস্থিত ছিলেন। সংবাদ সম্মেলনে উল্লেখ করা হয়, দেশের সরকার পরিবর্তন হলেও “দেশকে স্বাধীন করার জন্য জীবন বাজি রাখা মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে প্রতারণা করা হচ্ছে। ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধা সংসদকে প্রশ্নবিদ্ধ করার অপচেষ্টা আমরা কোনোভাবেই মেনে নেব না।”

অভিযোগ করা হয়, গত ৫ জুলাই কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের সভায় স্পষ্ট সিদ্ধান্ত হয়, জেলা কমান্ড গঠন করতে হবে উচ্চতর ট্রেনিং প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে। যেখানে একাধিক কমিটি থাকবে, সেখানে সমঝোতা অথবা কেন্দ্রীয় নেতাদের উপস্থিতিতে

মুক্তিযোদ্ধাদের মতামতের ভিত্তিতে কমিটি গঠনের কথা বর হয়। এছাড়া বিগত সরকারের ঘনিষ্ঠ সহযোগী কিংবা অবৈধ সুবিধাভোগীদের বাদ দেওয়ার নির্দেশনা ছিল। কিন্তু এসব নির্দেশনা উপেক্ষা করে ঝিনাইদহ জেলা কমান্ড গঠিত হয়েছে বলে অভিযোগ করেন মুক্তিযোদ্ধারা।

অভিযোগে দাবী করা হয়, অনুমোদিত কমিটির ১ নং আহ্বায়ক, ২ নং যুগ্ম আহ্বায়ক ও সদস্য সচিব এই তিনজনের কেউই উচ্চতর ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা নন। বরং তাঁরা বিগত সরকারের ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং অবৈধ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেছেন।

এছাড়া জেলার পক্ষ থেকে চারটি কমিটি জমা দেওয়া হলেও প্রাণিত তিন কমিটির কাউকে না জানিয়ে গোপনে একটি প্যানেল থেকে কমিটি অনুমোদন দেওয়া হয়। ঘোষিত কমিটির আহ্বায়কের ছেলে বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের নিয়ান্বিত মুক্তিযোদ্ধা সন্তান কমান্ডের সদস্য সচিব ছিলেন। উপরন্তু ঘোষিত কমিটির ১১ সদস্যের মধ্যে ছয়জনই পদত্যাগ করেছেন, ফলে গঠিত এই কমিটির কোনো বৈমতাই নেই।

সংবাদ সম্মেলনে মুক্তিযোদ্ধারা হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, “বর্তমান জেলা কমার অবৈধ। অনিত্বে এ কমিটি বাতিল করে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে মুক্তিযোদ্ধাদের মতামতের ভিত্তিতে নতুন কমিটি গঠন করতে হবে। নইলে যে কোনো পরিস্থিতির দায় কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলকেই বহন করতে হবে।

যত বাধাই আসুক ড.ইউনুসের নেতৃত্বে ফেব্রুয়ারীতেই নির্বাচন হবে

প্রধান উপদেষ্টা ড. মোহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বেই আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনকে সামনে রেখে যত বাধাই আসুক তা প্রতিহত করে ভোট কেন্দ্রে ভাট দিতে যাবে জনগন এটাই সামাজিক দায়বদ্ধতা।

বুধবার (০১ আক্টোবর) দুপুরে ঝিনাইদহ ডায়াবেটিস সমিতি আয়োজিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে অ্যাটর্নি জেনারেল মোঃ আসাদুজ্জামান এসব কথা বলেন।

তিনি আরো বলেন, সাংবিধানিকভাবে সরকার পরিবর্তনের সকল পথ যখন পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল তখন জুলাই বিপ্লবের শহীদরা তাদের জীবন দিয়ে ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনাকে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছে। ছাত্র জনতার এই বিজয় দেশে গণতান্ত্রিক উত্তোরণের পথ উন্মুক্ত করেছে। এই আন্দেলনের ফলে পরিবর্তিত পরিস্থিতিই বর্তমান সরকারের বৈধতা দিয়েছে। সংকট কালিন সময়ে সংবিধানের নীতি মেনে চলেনা , দেশ কিভাবে চলবে, কে পরিচালনা করবেন তা সবকিছু রাস্তা থেকে নির্ধারণ করা হয়, তখন আন্দোলনকারীরাই ঠিক করে এসব আর এটাই সাংবিধানিক নিয়ম, তিনি বলেন ১৯৭১ সালে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে, তারপর সরকার গঠন হয়েছে, তখন কি দেশে সংবিধান ছিল? তাহলে তখন সকার গঠন হয়েছে কিভাবে সবকিছু তখন দায়িত্ব বন্টনের মাধ্যমে হয়েছে। পরে ১৯৭২ সালে পাকিস্তানের সংবিধানের সহায়তায় বাংলাদেশে সংবিধান রচিত হয়েছে। আমরা ১৯৭১ এবং ২০২৪ সাল কোনটাইকেই ছোট করে দেখবো না তবে দেশ রক্ষার নামে যারা এতদিন খুন গণহত্যা গুম করেছে তাদের কে আইনের আওতায় এনে দ্রæত বিচারের মুখোমুখি করতেই হবে। পি আর পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি বলেন আগামীতে কিভাবে নির্বাচন হবে তা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং জনগণই নির্ধারন করবে।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাড. এমএ মজিদ, ঝিনাইদহ ডায়াবেটিস সমিতির সহ সভাপতি জাহিদুজ্জামান মনা, মো: আক্তারুজ্জামান, মো: জাহিদুল ইসলাম এবং মোঃ মনোয়ার হোসেন প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় সভায় ডায়াবেটিস সমিতির সভাপতি মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন সভাপতিত্ব করেণ এবং সঞ্চালনায় ছিলেন ডায়াবেটিস সমিতির সাধারণ সম্পাদক এ্যড. কামাল আজাদ পান্নু।

শৈলকুপায় ধর্ষণ মামলা সাজিয়ে ঘরবাড়ি ভাংচুর ও পরিবারকে গ্রামছাড়া

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার দেবতলা গ্রামে অন্যায় ভাবে ধর্ষণ মামলা সাজিয়ে রিপন কাজী নামে এক যুবককে ফাঁসিয়ে তার ঘরবাড়ি ভাংচুর ও পরিবারসহ গ্রাম ছাড়া করার অভিযোগ উঠেছে।

মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলনে লিখিত অভিযোগ করেন ওই গ্রামের রবিউল কাজীর বিরুদ্ধে।

লিখিত অভিযোগে বলা হয়, ২০২৪ সালের ২৮ জুন দেবতলা গ্রামের রবিউল কাজীর বড় মেয়ে প্রেমের সম্পর্কের সুবাদে এবই উপজেলার বগুড়ার শিহাব নামে এক ছেলেকে নিজ বাড়ি দেবতলা গ্রামে নিয়ে আসে। তারা বিবাহ বহির্ভুত সম্পর্ক গড়ে তুলে স্বামী স্ত্রীর মতো বসবাস করতে থাকেন।

বিষয়টি গ্রামে জানাজানি হয়ে পড়লে স্থানীয় মসজিদের ইমাম নুরুল ইসলামসহ গ্রামের গন্যমান্য ব্যক্তিরা রবিউল কাজীর বাড়িতে গিয়ে যুবক শিহাব সম্পর্কে জানতে চান। শিহাব প্রথমে নিজেকে সেনাবাহিনীর সদস্য বলে পরিচয় দেন। এ সময় স্থানীয়রা পরিচয়পত্র দেখতে চাইলে তিনি মার্কেটিংয়ে কাজ করেন বলে জানায়।

শিহাব মিথ্যা তথ্য দেওয়ায় গ্রামের লোকজন ক্ষুদ্ধ হয়ে দু’জনকে বিয়ে পড়ানোর সিদ্ধন্ত নিলে ছেলেটি বিয়ে করতে অস্বীকৃতি জানায়। এ সময় রিপন কাজী শিহাবকে থাপ্পড় মারেন।

রবিউল কাজীর মেয়ের প্রেমিকাকে থাপ্পড় মারার কারণে ওই পরিবারটি রিপন কাজীর উপর ক্ষুদ্ধ হয়ে প্রতিশোধ নেওয়ার হুমকী দেয়। পুর্ব শত্রুতার জের ধরে ২০২৫ সালের ৩ মার্চ রবিউল কাজীর ১১ বছর আরেক মেয়েকে দিয়ে মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমুলক ভাবে ধর্ষণ কান্ড সাজিয়ে আমাকে জড়িয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এতে উত্তাল হয়ে পড়ে দেবতলা গ্রাম। পরিস্থিতি সামাল দিতে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়। এ ঘটনায় রবিউল তার সামাজিক দলকে সঙ্ঘবদ্ধ করে রিপন কাজীর বাড়িতে ভাংচুর ও লুটপাট করে।

এ ঘটনার পর থেকে রিপন কাজী, তার স্ত্রী ও দুই শিশু সন্তান ঘরবাড়ি ছাড়া হয়েছেন। মিথ্যা ধর্ষণ মামলায় এই পরিবারটি পথে বসেছেন। তারা বাড়ি ফিরতে পারছেন না। মিথ্যা ধর্ষণ মামলার বাদী রবিউল ও তার ভাতিজা শিমুল কাজী প্রতিনিয়ত হত্যার হুমকী দিচ্ছেন বলেও সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করা হয়।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে রিপন কাজী জানান, ইতিমধ্যে পুলিশী তদন্তে মামলাটি মিথ্যা বলে প্রমানিত হয়েছে। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা অমিত কুমার ঘোষ ২৫ জুলাই আদালতে চুড়ান্ত রিপোর্ট প্রদান করেছেন। রিপোর্টে বলা হয় মামলাটি মিথ্যা প্রমানিত হয়েছে। এছাড়া ডাক্তারী পরীক্ষায় ধর্ষণের কোন আলামত মেলেনি বলে পরীক্ষাকারী চিকিৎসক ডাঃ সুলতানা মেফতাহুল জান্নাত গত ১৫ মার্চ তারিখে আদালতে পাঠানো এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন।